



91794 - সৃষ্টিকুলরে সর্বনকিষ্টি মানুষগুলোর উপর কয়ামত সংঘটিতি হবে

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, কয়ামতরে আগে মুমনি থাকবে না, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হবে না। এটি ককয়ামতরে একবোরবে অব্যবহতি পূর্ববে; নাকি দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশরে পূর্ববর্তী সময়কাল? এই ইস্যুটির কারণে আমি পরেশোনতি আছি। কেননা আমি জানি যে, কয়ামতরে পূর্ববে মুমনিদরে পারসনেটজি বড়ে যাবে এবং পুনরায় আল্লাহর শরয়িত বাস্তবায়ন করা হবে? সুতরাং তা কভিবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সহি সুনহা প্রমাণ করে যে, কয়ামত সৃষ্টিকুলরে সর্বনকিষ্টি মানুষগুলোর উপর সংঘটিতি হবে। যখন পৃথিবীতে ‘আল্লাহ’ বলা হবে না। এটি দুনিয়ার আয়ুর শেষে দকি, দাজ্জালরে আবরিভাব, ঈসা আলাইহিস সালামরে হাতে সে নহিত হওয়া, ইসলাম ও মুসলমানদরে বজিয় লাভ এবং গোটো পৃথিবীতে শরয়ি বাস্তবায়নরে পরবর্তী সময়কালে। সহি বুখারী (২২২২) ও সহি মুসলমি (১৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি আছে যে, তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ঐ সততার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! অচরিই ন্যায় পরায়ণ শাসক হিসেবে ঈসা বনি মারয়াম আপনাদরে মাঝে অবতীর্ণ হবনে। তিনি ক্রশকে ভেঙ্গে ফলেবনে, শূকরকে হত্যা করবনে, জয়িয়াকে প্রত্যাহার করবনে এবং সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, গ্রহণ করার জন্য কটে থাকবে না”।

সহি মুসলমিরে অপর বরণনাতে এসছে: “আল্লাহর শপথ! অবশ্যই ইবনে মারয়াম ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হবনে। অবশ্যই তিনি ক্রশকে ভেঙ্গে ফলেবনে, শূকরকে হত্যা করবনে, জয়িয়াকে প্রত্যাহার করবনে। প্রাপ্ত-বয়সকা উটনীকে ছড়ে রাখা হবে; এর প্রতি কারো আগ্রহ থা কবে না। পরাস্পারকি বদ্বিষে, শত্রুতা ও হিন্সা দূরীভূত হয়ে যাবে। মানুষকে সম্পদ নতি ডাকা হবে; কনিতু কটে সম্পদ গ্রহণ করবে না।”

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: “হাদসিটির মর্ম হলো: অধিক সম্পদ, আশাহীনতা ও প্রয়োজন না-থাকা এবং কয়ামত নকিটবর্তী জানার কারণে উটনী রাখার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। হাদসি উটনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু আরবদরে কাছে উটনী হচ্ছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। এই হাদসিটি আল্লাহ তাআলার বাণী: “যখন দশ মাসরে গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে উপক্শা করা হবে” [সূরা তাকবীর, আয়াত: ৪] এর মর্মরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাদসিরে ভাষ্য: “এর প্রতি কারো আগ্রহ থাকবে না”



এর মানে হচ্ছে: উটনীর মালকিরো উটনীর ব্যাপারে অবহলো করবে, যত্ন নবে না”।[সমাপ্ত]

এই সময়কালটুকু কল্যাণ, ঈমান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উত্থানের সময়। এরপর অপর একটি সময় আসবে যখন ঈমানদারদের সংখ্যা কমে যাবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এমন একটি বায়ু পাঠাবেন যা সব ঈমানদারেরে রুহ কবজ করবে। ফলে খারাপ লোক ছাড়া আর কউে জীবতি থাকবে না এবং যাদের উপরই কয়ামত সংঘটিত হবে।

ইমাম মুসলিমি (১৪৮) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:
“পৃথিবীতে ‘আল্লাহ্’ ‘আল্লাহ্’ ডাকা অবধি কয়ামত সংঘটিত হবে না”।

ইমাম আহমাদ (৩৮৪৪) আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমরিসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: “সর্ব নকিষ্ট মানুষ হবে তারা যারা জীবতি থাকা অবস্থায় তাদের উপর উপর কয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করবে”।[শুয়াইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে তাহকীক করতে গিয়ে হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

সময়রে এ ধাপগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহি মুসলিমি কর্তৃক সংকলিত (২৯৪০) আব্দুল্লাহ বনি আমর (রাঃ) এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমার উম্মতেরে মধ্যে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। তখন আল্লাহ্ ঈসা বনি মারিয়াম আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন। যনে তিনি উরওয়া বনি মাসউদ। তিনি দাজ্জালকে তলব করবেন এবং হত্যা করবেন। এরপর সাত বছর মানুষ এভাবে কাটাবে যে, দুইজনরে মধ্যে কোন শত্রুতা নই। এরপর আল্লাহ্ শামরে দকি থেকে শীতল বায়ু পাঠাবেন। এই বায়ু প্রত্যকে যার অন্তরে সরষা পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান রয়েছে তার রুহকে কবজ করবে। এমনকি তোমাদের কউে যদি পাহাড়রে কলজির ভেতরে প্রবেশে করে সেখানে প্রবেশে করে তার রুহ কবজ করবে। তিনি বলেন: এরপর পাখরি চপলতা ও হিংস্রজন্তুর স্বপ্নধারী নকিষ্ট মানুষেরো বঁচে থাকবে; যারা ভাল কিছু জানে না এবং মন্দ কিছু থেকে বারণ করে না। এক পর্যায়ে শয়তান মানুষেরে আকৃতি ধরে বলবে: তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দবি? তারা বলবে: তুমি আমাদেরকে কসিরে নরিদশে দাও? সে তাদেরকে মূর্তপিজার নরিদশে দবি। এ অবস্থাতেও তারা পরিপূর্ণ জীবিকা পাবে এবং সুন্দর জীবনযাপন করবে। অতঃপর সঙ্গায় ফুক দিয়ে হবে।

ইমাম নববী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: হাদিসরে ভাষ্য: **فِي كَيْدِ جَبَلٍ** (পাহাড়রে কলজির ভেতরে) অর্থাৎ পাহাড়রে মধ্যখানে ও ভেতরে। হাদিসরে ভাষ্য: **فَيَبْقَى شِرَارَ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السَّبَاعِ** (এরপর পাখরি চপলতা ও হিংস্রজন্তুর স্বপ্নধারী নকিষ্ট মানুষেরো বঁচে থাকবে): আলমেরো বলেন: এর মর্ম হলো: মন্দ কাজ, কামনাবাসনাকে পূরণ এবং অন্যায়রে দকি তারা পাখরি উড্ডয়নরে মত দ্রুত ছুটে যাবে। আর একজন অপররে উপর অন্যায় ও জুলুম করার ক্ষেত্রে হিংস্রজন্তুর স্বভাবগত চরিত্রধারী হবে।



ইমাম মুসলিমি (২৯৩৭) আন-নাওআস বনি সামআন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: এক ভায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলেন...। এরপর তিনি ঈসা বনি মারিয়াম আল-মাসীহ আলাইহিস সালাম অবতরণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দামশেকের পূর্বে অবস্থতি শূভ্র মনিরাততে তাঁর দুই হাত দুই ফরেশেতার ডানাততে রেখে অবতরণ করবেন। অতঃপর তিনি তাকে (মসীহ দাজ্জালকে) তালাশ করবেন। এক পর্যায়ে তাকে বাবে লুদ্ধ-এ পাবনে এবং তাকে হত্যা করবেন...। এরপর তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ ও তারা ধ্বংস হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এরপর পৃথিবীকে বলা হবে: তুমি তোমার ফল ফলাও এবং বরকত ফরিয়ে দাও...। ইতোমধ্যে আল্লাহ উত্তম একটা বায়ু পাঠাবনে; যে বায়ু তাদেরকে বগলে নীচ থেকে আক্রান্ত করবে এবং প্রত্যকে মুমনি ও মুসলিমেরে রূহ কবজ করবে। অতঃপর নকিষ্ট মানুষ ছাড়া আরও কটে বঁচে থাকবে না। তারা গাধার মত জনসম্মুখে নারীদের সাথে সহবাস করবে। এ সকল ব্যক্তদের উপরই কয়ামত সংঘটিত হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য তাঁর ইবাদত করতে পারা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাওফিক প্রাপ্তির দোয়া করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।